ফাসেক সিরিজ-৪

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু
বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: পবিত্র কোরআনের বর্ণনা অনুসারে কারা ফাসেক।

১. সুতরাং তুমি আমাদের ও **ফাসেক সম্প্রদায়ের** মধ্যে ফয়সালা করে দাও। (আল্লাহর কাছে মুসার দোয়া)

قَالَ رَبِّ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَـٰسِقِينَ

মূসা বলল- হে আমার রাব্ব! আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর অধিকার রাখি, সুতরাং আপনি আমাদের উভয়ের এবং এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিন। (৫:২৫)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: ফেরাউনের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের পর মুসা ও তার কওম বনি ইসরাইলের জন্য একটি পবিত্র ভুমি - তৎকালীন শাম, সিরিয়া ফিলিস্তিন ও জর্দানের কিছু অংশ নির্ধারণ করেছিলেন। সেখানে আমালিকা সম্প্রদায় বাস করত। মুসার কওম মূসাকে বললো - আমালিকা সম্প্রদায় এক দুর্দান্ত প্রতাপশালী সম্প্রদায়, তারা সেখান থেকে বের না হলে আমরা প্রবেশ করবো না। মুসার কওমের দু'জন ঈমানদার বলেছিল, তোমরা প্রবেশ করলেই জয়ী হবে আল্লাহর ইচ্ছায়। কওমের লোকেরা বললো মুসা তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ করো, আমরা এখানে বসে থাকলাম। তখন মূসা আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিল তুমি আমাদের ও ফাসেক সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দাও।এই সূরা ৫ মায়েদার ২০ থেকে ২৬ আয়াত পাঠ করলে এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে ইনশাল্লাহ।

২. (এই ফাসেকী কাজের জন্য) আল্লাহ তায়ালা এই কওমের জন্য ৪০ বছর কোনও আবাসস্থল নিষিদ্ধ করে দিলেন এবং তারা পৃথিবীতে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবে। এরপর মুসাকে আল্লাহ বলছেন, তুমি **ফাসেক সম্প্রদায়** এর জন্য দুঃখ করো না।

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

তিনি (আল্লাহ) বললেন (তাহলে মীমাংসা এই যে) এই দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত এদের হস্তগত হবেনা, এ রূপেই তারা ভূ-পৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরবে, সুতরাং তুমি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য (একটুও) বিষন্ন হয়োনা। (৫:২৬)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহর অবাধ্যতার (ফাসেকী কাজ) জন্য কি কঠিন শাস্তি মুসার কওমের লোকদের দেয়া হয়েছিল। চল্লিশ বছর কোনো আবাসস্থল ছিল না। যাযাবরের মতো এখানে ওখানে উদভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াতো। আমরা শেষ নবীর উম্মত আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে এ ধরণের কোনো বিপদ মুসিবত আমাদের উপর আপতিত হচ্ছে না। এখানে সেখানে কিছু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রাণহানি হয়, আহত হয়, কিছু ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়, শস্য প্রাণীর ক্ষয়ক্ষতি হয়; কিন্তু সামগ্রিক ভাবে আমাদের উপর কোনো বিপদ এসে পরে না। আমাদের উচিত আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা এবং আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মেনে দুনিয়ায় জীবন যাপন করা।

আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত দান করুন।

আমীন

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here: http://www.morningbrightness.fi/

Click here: https://www.youtube.com/@morningbrightness603